কবিতার ছন্দে সে-রাত সিডনী দুলেছিল

বনি আমিন

গত শনিবার ২৫শে জুন সিডনীর 'ব্রীকলেন' অথবা 'জ্যাক্সন হাইট' নামে খ্যাত বাংলাদেশী অধ্যুষিত ল্যাকেম্বা আবাসিক এলাকার একটি কমিউনিটি হলে কবিতা বিকেল নামের একটি ব্যতিক্রমধর্মি সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের চতুর্থ জম্মদিবস উদযাপন করে। দেড়শত আসনের হলটি কানায় কানায় ছিল দর্শকে ভর্তি, অনেকে আসন না পেয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেউ কেউ বাইরেও। ঘরে-বাইরে মিলে আনুমানিক দু'শ লোকের সাংস্কৃতিক-মেজবান হয়েছিল সে-রাতে। কবিতা আওড়ানো একটি আসরে দর্শকের এত সমাগম হবে ভাবতেই ভিমরী খেতে হয়। প্রবাসী বাংলাদেশীরা এমনিতে 'দাওয়াতী পার্টি' নামে কুখ্যাত, দু'দানা পেটে পড়বেনা জানলে সাধারনত কেউ তেল পুড়ে কোথাও যেতে চায়না। তার উপরে উপহার/উপঢৌকন নিয়ে যেতে হবে যদি বোঝে, তবেতো পুরো 'হাওয়া'। না আসার কত বায়না! কারন জিজ্ঞেস করলে পেটের পীড়া থেকে শুরু করে পৈতৃকসুত্রে প্রাপ্ত চিনিরোগ, রক্তচাপ অথবা মৃগি রোগের ইতিহাস সহ নানা বাহানার কথা শুনতে হয়। কিন্তু কবিতা বিকেলের সন্ধ্যেটি সেদিক থেকে ছিল সম্পুর্ন ভিন্ন। সেখানে সুর ও ছন্দ ছাড়া অন্য কোন আপ্যায়ন ছিলনা, তবুও এমন একটি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক সুধা-রসে আকন্ঠ সিক্ত হয়েছিলেন আগত দর্শক-শ্রোতা সকলে।

কবিতা বিকেল কোন সংগঠন নয় এটি মুলত সিডনীর কিছু সংস্কৃতিমনা ও কবিতাপ্রেমীদের আড্ডাখানা। মাহমুদা খাতুন (রুনু) নামক একজন কবিতাপ্রেমী নারীর বাড়ীতেই উক্ত আড্ডার ভ্রুন উৎপন্ন হয়েছিল ২০০৭ সনের ২৬শে জুনে। তবে মুল প্রস্তাবক ও উৎসাহে ছিলেন প্রবাসী রবিন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সিরাজুস সালেকীন। গোড়াতে হাতেগোণা কয়েকজনকে নিয়ে ঘরে-ঘরেই এ ছন্দ-আড্ডা হতো। কথা ছিল ত্রৈমাসিক সময়ের-চক্রে ঘুরে ঘুরে একেকজনের বৈঠকখানায় (লিভিং রুম) এ আড্ডা হবে। কিন্তু নিঠুর পরবাসী ব্যস্ততা ও আনুষঙ্গিক কিছু কারনে সময়ের নিয়মানুবর্তিতাটি তারা পালন করতে পারেনি। এখন হয়, যখন-তখন, তবে জম্মদিনটি আড়ম্বরের সাথে ওরা উদযাপন করে থাকেন। কবিতা বিকেল ধীরে ধীরে যখন সন্ধ্যে থেকে রাত এবং রাত থেকে গভীর-রাত হলো, ঠিক তক্ষুনি ঘটে গেল একটি ছোট-খাটো অভ্যুত্থান। যেমনটি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে হয়। ভাঙ্গন ও অভ্যুত্থানের মত 'কু-কর্ম'গুলো নিশিরাতেই হয়ে থাকে। প্রবাদ আছে, 'দিনে ভাই-ভাই, রাতে কারো বিশ্বাস নাই'। ঠিক এভাবেই কবিতা বিকেল থেকে বেরিয়ে গেল তাদেরই কয়েকজন জন্ম-সাথী, যারা এবার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসেননি। অনেকে বলেন জনাথন সুইফটের লিলিপুটরা ডিমের কোন্ দিক দিয়ে ভাঙ্গাতে হবে, বির্তক নিয়ে যেমন যুদ্ধে নেমেছিল ঠিক তেমনি কারনেই ভেঙ্গেছিল এ 'কবিতা বিকেল'।

দলছুটরাও ইতোমধ্যে একটি আড্ডা গড়ে নিয়েছেন, নাম দিয়েছেন 'কবিতার বিকেল'। কেন বেরিয়ে গেছেন প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ থেকে জানা গেছে যে, নেতৃত্ব নয় – নীতিগত কারনে দলছুটরাই মুলধারাকে পরিত্যাগ করেছেন। বর্গীয় 'জ' পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুতেও যখন আড্ডার দিনটিকে পরিবর্তন করা যায়না অথচ অন্তঃস্থ 'য' এর পরিবারের কোন দুর সদস্যের দ্বিতিয় বিবাহের অনুষ্ঠানের কারনেও যখন কবিতা আসরের দিনটিকে পরিবর্তন করা হয়, তখন শুনতে 'খটকা' লাগে। মুলত এ কারনেই নাকি কবিতা বিকেল ভেঙ্গে কবিতার বিকেল এর জন্ম হয়েছে। তবে অল্পদিনে দলছুটরাও কম যায়নি, নাম কুড়িয়েছে বেশ। গতমাসে ম্যাকুয়ারী ইউনিভার্সিটিতে নিখিল ভারতীয়রা যখন বিশ্বকবির ১৫০তম জম্মদিন উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করলেন, সেখানে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে 'কবিতার বিকেল' সত্যি মঞ্চ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ওদের অংশগ্রহণ পুরো অনুষ্ঠানটিকে আলোকিত করেছিল, ওপাড়ের বাঙ্গালীরা 'কবিতার বিকেল'কে সে কারনে নাকি করজোড়ে বেশ শ্রদ্ধার সাথে মনে করেন।

তবে ল্যাকেম্বায় কবিতা বিকেল একাই সেদিন দেখিয়ে দিল বাংলাদেশীরা কতটুকু ছন্দপ্রেমী। মঞ্চটি সাজিয়েছেন আশীষ ভট্টাচারিয়া (বাবলু), তার তুলির পরশে সেরাতে মঞ্চটিকে অনেক

রঙিন বলে মনে হয়েছিল। শব্দনিয়ন্ত্রনে ছিল সিরাজুস সালেকীন, সামান্য ত্রুটি ছাড়া শব্দযন্ত্রনাহীন অনুষ্ঠানটি ছিল শ্রুতিমধুর। অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকে প্রথিতযশা সুরকার আজাদ রহমানকে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়। মিনিট কয়েক শ্রোতা-দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি দুটি কথা বলেন। তিনি মুলত তাঁর মেয়েকে দেখতে সিডনী এসেছেন, সে সুযোগে উপস্থিত হলেন কবিতা বিকেলের অনুষ্ঠানে। মঞ্চের পেছনের ভারী মখমলের পর্দার গা ঘেঁষে সারি বেঁধে বসেছিল কবিয়ালরা। আলোকসজ্জার ঝকমারী তেমন ছিলনা, তবুও দারুন লাগছিল। এক এক করে সকলে তাদের কবিতা পাঠ করেছে, মাঝে মাঝে আবহ সুর ও সঙ্গীত আরো প্রাণবন্ত করেছিল আবৃত্তিগুলোকে। আধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল তেলেসমাতিহীন 'খোলা কন্ঠে' এমন সুন্দর কেউ সিডনীতে গাইতে পারে আমার জানা ছিলনা, সে ভুলটি প্রথম ভাঙলো মঞ্চ-সুন্দরী তামিমা শাহরীনের ক্ষণে ক্ষণে গেয়ে ওঠা গানগুলো শুনে। এক শব্দে বলতে হয় 'অপূর্ব'। শ্রুতি নাটকের জুটি সাইফুর রহমান (অপু) এবং আফসানা রুচী আমাকে সাত দশকের আকাশবাণীর নাটকগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। ওদের উচ্চারণ, শব্দের প্রক্ষালন ও নাটকীয় ভঙ্গিমার কাছে ওপাড়ের নাট্য শিল্পীরাও বুঝি হার মানবে। অথচ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বেতারে প্রত্যক্ষভাবে টানা এক দশক নাট্য শিল্পের সাথে জড়িত থেকেও আমি আজো উচ্চারণ দুর্বলতায় ভুগি। সেদিন রুচী ও অপুর দরাজ কন্ঠের বিশুদ্ধ উচ্চারন শুনে নিজের গলাটি আনমনে একটু খাঁকড়ে নিয়েছিলাম। না হয়নি, হবেও না। সুরভি ছন্দাও একজন সুকন্ঠি আবৃত্তিকার। তবে শাকিল আরমানের কন্ঠে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি চোখমুদে শুনে মনে হলো কবিপুত্র প্রয়াত কাজী সব্যসাচীই স্বয়ং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮০, ৮১ ও ৮২তে আমি টানা তিন তিনবার 'চ্যাম্পিয়ান আবৃত্তিকার' হয়েও আরমানের কাছে আমার নিজেকে সেদিন 'লিলিপুট' বলে মনে হয়েছিল। কবিয়ালদের সাথে ক্ষণে ক্ষণে তবলায় সঙ্গত করেছিলেন শান্তনু কর। দুটি পর্বে অনুষ্ঠানটিকে সাজানো হয়েছিল। প্রথম পর্বে ছন্দপাঠ, বিরতির পর সুরের আসর বসে, গাইলেন কন্ঠরাজ সিরাজুস সালেকীন। নিস্তব্ধ হলটি তখন যেন নূহ্ এর নৌকার মত তার সাথে সুরের ঢেউয়ে দুলছিল। তার কন্ঠে গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের তুলনা হয়না। সুর-সাগর-স্নাত এ প্রতিভাটি নির্বাসনে এভাবেই নীরবে নিঃশেষ হয়ে যাবে! চিন্ময়, ধনঞ্জয় বা সাগর সেনের ন্যায় তাকে মনে রাখার কি কিছুই থাকবেনা! রুটি ও রুজির তাগিদে ধরণীর বুকে এভাবে কত প্রতিভা, কত কন্ঠ-মেধা যে সাহারার মরুতে ঝলসে খেজুর থেকে খোর্মা অথবা আঙ্গুর থেকে শুকিয়ে কিসমিস হয়ে যায়, ভাবলে পিলে চমকে ওঠে।

শনিবার দিনটিকে অনুষ্ঠানের মোক্ষম দিন হিসেবে বেছে নেয়ায় আয়োজকদের রুচি ও দুরদর্শিতার পরিচয় মিলেছে। কারণ আয়োজকরা বুঝেছিল কি জাতের শ্রোতা তাদের অনুষ্ঠানে আসবেন। সিডনীতে 'শ্রমজীবী'শ্রেণীর লোকগুলোকে টার্গেট করে প্রায় অনুষ্ঠানগুলো 'রবিবার' হয়ে থাকে। লং-উইক-এন্ড ছাড়া রবিবার রাতে যদি কোন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তবে চোখবন্ধ করে বুঝে নিতে হবে অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক অথবা তার সহযোগীরা সেই 'শ্রমজীবী' গোত্রের কেউ। তারপরেও ব্যতিক্রম দেখেছি, গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে অনেকে শনিবারেও দু/একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। তারা ঠেকায় পড়া 'শ্রমজীবি' বটে কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় ও রুচিতে আর সাধারনের চেয়েও অ-নে-ক উঁচুতে। তাদের আলোচনার 'টপিক' শুনলে, পোষাক পরিচ্ছদ এবং মেধার চৌকষতা দেখলে যে-কেউ মুগ্ধ হবে। সিডনীতে রুচিশীল ও সংস্কৃতিমনা দর্শকের যে অভাব নেই এবং শনিবারের মত দিনটিতেও যে অনুষ্ঠান করে লোক জড়ো করা যায়, এবারের 'কবিতা বিকেল' তা প্রমাণ করলো। যারা সে-রাতে আসেননি, অথচ নিজেকে 'আলোকিত' দাবী করেন, আমার মতে তারা হয় ঈর্ষাকাতর, নতুবা হিপোক্রিট, কারন এমন সুন্দর সময় ৩৬৫ দিনে খুব একটা মেলেনা। এজন্যে সাধুবাদ দিতে হয় কবিতা বিকেলের রুনু ও তার সুযোগ্য মেধাবী সাথীদের। আগামীতে তাদের কবিতা বিকেল আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান উপহার দেবে সে প্রত্যাশা রইল।

অনুষ্ঠানের ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন